দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ময়মনসিংহ ও মাগুরায় লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত

ময়মনসিংহ ও মাগুরায় লক্ষাধিক শিশু নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহ জেলার প্রায় ৯০ হাজার শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিশু জরিপে জানা যায়, জেলার ১২টি থানায় ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

(৩য় পৃঃ পর)

৯৪৪ জন। ইহাদের মধ্যে ৬ লক্ষ ৬ হাজার ৫০৯ জন বিদ্যালয়ে যায়। বাকী ৮৯ হাজার ৪ শত ৩৫ জন শিশু এখনও বিদ্যালয়ে যায় না। জেলার ২ হাজার ৬৮৩টি গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ১ হাজার ২৫৫টি। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে ৪ হাজার ১৫৭টি। তন্মধ্যে রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৬৭টি, নন-রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০৪টি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫২টি, উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী ১৮৪টি, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী ১১১৫টি, কিণ্ডার গার্টেন স্কুল ৪১টি, স্যাটেলাইট স্কুল ২১টি, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ হাজার ৯০৭টি ছাড়া প্রতিষ্ঠান প্রতি একজন শিক্ষক লইয়া স্বল্পব্যয়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৪টি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৪৯টি শিক্ষকের পদের মধ্যে বর্তমানে ১৬৬টি পদ শূন্য। রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ১ হাজার ৯৬৮ এবং নন-রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ৯৯২ জন। এক শিক্ষক এক প্রতিষ্ঠান সম্বলিত স্বল্পব্যয়ী ধরনের ৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাহারও বৈঠক ঘর বা চালাঘরে লেখা-পড়া করে ২ হাজার ৬৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী।

আরো জানা যায়, জেলার ১২টি থানার ২৪টি ইউনিয়নের ২৫৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বৎসর হইতে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হইয়াছে। ইহার সুবিধা ভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ হাজার। এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া কর্তৃপক্ষীয় সূত্র দাবী করে। তবে খোঁজ লইয়া জানা যায়, ইহাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি সাধিত হইতেছে না। অনেক অভিভাবক গমের আশায় ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইলেও নানা কারণে ইহাদের মধ্যে

ময়মনসিংহ ও মাগুরায়

অনেকেই পরে ঝরিয়া পড়ে। গম বিতরণে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতির অভিযোগ যেমন রহিয়াছে, তেমনি শিক্ষকদের পাঠদানে এবং শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রতি আন্তরিকতার অভাবও রহিয়াছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত কোন কোন বিদ্যালয় প্রধান জানান, গমের হিসাব রাখিতেই বর্তমানে তাহাদের অধিকাংশ সময় ও শ্রম ব্যয় হইয়া যায়, পাঠদানের সময় কোথায়। মোট কথা প্রাথমিক শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইতেছে জাতি সেই অনুপাতে ইহার সুফল পাইতেছে না।

মাগুরা : মাগুরা জেলার চারটি থানার দশ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইতেছে। জেলা শিক্ষা দফতরের একটি জরিপে জানা যায়, জেলায় বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযুক্ত বয়সের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত একত্রিশ জন। কিন্তু জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি রহিয়াছে এক লক্ষ একত্রিশ হাজার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়সসীমা ৫ বৎসরের উর্ধ্বে। ৫ বৎসরের নিম্নের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাও অনেক। উহাদের গণণা করা হয় নাই। উহাদের শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থাও নাই। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল। চারটি থানার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ২৬৭টি। বেসরকারী রেজিষ্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬৬টি। ইহাছাড়া আরো শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিষ্ট্রি হইতে পারে নাই। বে-সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নাই। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের গৃহভাংগা জরাজীর্ণ; আসবাবপত্র নাই। নামমাত্র পড়াশুনা চলে।

জেলা শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা যায়, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় সুবিধা পায় মাত্র ১৪ হাজার ২৮২জন ছাত্র-ছাত্রী। মাত্র ৯টি ইউনিয়নের বিদ্যালয় এই আওতায় পড়িয়াছে। জেলা শিক্ষা অফিসার জানান, ছাত্র উপস্থিতির সরকারী লক্ষ্যমাত্রা এখনও অর্জিত হয় নাই। তবে পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাংসারিক, দারিদ্র, অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি অনীহা ও অর্থনৈতিক অনটনের জন্য শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কাজে সহায়তাদানের জন্য নিয়োগকরণই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির কারণ বলিয়া জানা যায়।

জেলা শিক্ষা অফিসার জানান, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সকল বিদ্যালয়ে চালু করিলে সরকারের লক্ষ্য মাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জিত হওয়া সম্ভব।